



127946 - সহশিক্ষাভিত্তিকি প্রত্যাষ্ঠানে পড়া ও পড়ানো

প্রশ্ন

আমি একটা সমস্যায় আছি; যটো নয়িে খুব বেশিে ভাবছি ও পরেশোনতিে আছি। প্রায় দুই মাস আগে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শক্ষিকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। বর্তমানে আমি ইংলিশ টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে আছি। আমি যে শাখায় পড়ছি সেখানে নরনারীর মশ্রিন বদিয়মান; ১৫ জন ছাত্র ও ১৫ জন ছাত্রী। তারপর আমাকে আমাদরে দেশে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে কোনেে এক প্রত্যাষ্ঠানে শক্ষিকতার জন্য নয়িোগ দেওয়া হবে। এই উচ্চমাধ্যমিক প্রত্যাষ্ঠানগুলো সহশিক্ষা ভিত্তিকি। আসলে যে বিষয়টি আমাকে পরেশোন করে তুলছে তা হলো আমি জানি যে, সহশিক্ষা হারাম এবং পুরুষ ব্যক্তি দৃষ্টিে অবনত রাখতে আদর্শিট। কনিতু আমি মনে মনে বলি, আমাদরে দেশেটা অন্যান্য ইসলামী দেশে মত নয়। আমাদরে দেশে দ্বীনদার ও দ্বীনরে উপর অবচিল ব্যক্তিদিরে উচতি এই সকল পদে প্রত্যািোগতি করা; যাতে করে বদিতী ও পাপপ্রবণ লোকদরে সামনে রাস্তা বন্ধ করে দেয়া যায়। আমি এখনও জানি না আমি যে কাজটা করছি সটোর জন্য নকী পাচ্ছি; নাকি শয়তান আমার কাছে এ কাজটাকে আকর্ষণীয় করে তুলছে আর আমাকে বুঝ দিচ্ছে যে আমি দাওয়াতরে প্রচার, মুসলমিদরে কল্যাণ সাধন এবং বশিুদ্ধ আকীদা ও নশ্বিকলুষ পদ্ধতির দকিে আহ্বানে আগ্রহী। আমি পূর্ণ আস্থাশীল যে বেগোনা পুরুষরে জন্য একজন নারীকে প্রদা ছাড়া পড়ানো জায়যে নইি। কনিতু এখনে আমার চাকুরী করাটা কী জরুরী নয়? যহেতুে সকেয়ুলাররো ও তাসাউফপন্থীরা এবং অন্যরো আমাদরে দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেগুলো দখল করে আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

বর্তমান যুগে মুসলমিরা যে সকল বিষয়রে পরীক্ষায় পড়ছে তার মধ্যে অন্যতম হল বশিববদিয়ালয়, হাসপাতাল, অধিকাংশ পাবলিক প্রত্যাষ্ঠান ও সরকারী চাকুরিগুলোতে নারী-পুরুষরে অবাধ মলোমশো ছড়িয়ে পড়া।

ইতঃপূর্বে 1200 নং প্রশ্নোত্তরে নর-নারীর অবাধ মলোমশো হারাম হওয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট অনশ্বিটগুলোর ববিরণ দেয়া হয়েছে। এটাও বলা হয়েছে যে একজন মুসলমিরে কর্তব্য হলো নরনারীর মশ্রিনযুক্ত প্রত্যাষ্ঠানগুলোতে পড়ালখো ও চাকুরী করা এড়িয়ে চলা।

কনিতু যে সকল দেশে অধবাসীরা জীবনরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নরনারীর মশ্রিনরে পরীক্ষার শকার; বশিেষতঃ শক্ষিা প্রত্যাষ্ঠান, কর্মক্ষেত্রে ও চাকুরীস্থলে; যার ফলে একজন মুসলমিরে জন্য এর থেকে দূরে থাকা খুব কঠনি হয়ে পড়ছে; তাদরে



জন্য এমন ছাড় দেওয়া যাবে যেটো অন্যদেরকে দেওয়া যাবে না। যাদেরকে আল্লাহ এ সব বিষয় থেকে হফোজত করছেন।

উক্ত ছাড়ের ভিত্তি একটি ফকিহী কায়দো। তা হলো: “হারামের পথ রোধকরণ হিসেবে যা হারাম প্রয়োজন ও বৃহত্তর স্বার্থে সটে বৈধতা পায়”।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: “গোটা শরীয়ত এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, হারামের দাবি রাখা এমন অনশিটের সাথে যদি বৃহত্তর প্রয়োজন সাংঘর্ষিক হয়; সটো উক্ত হারামকে বৈধতা প্রদান করে।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৪৯)]

তিনি আরো বলেন: “যা কিছু হারামের পথ রোধকরণ শরঈয় তা থেকে বারণ করা হবে যখন এর প্রয়োজন না থাকে। আর যদি এটি ছাড়া কল্যাণের স্বার্থ অর্জন করা না যায় তাহলে এর থেকে বারণ করা হবে না” [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৩/২১৪)]

ইবনুল কাইয়ামি বলেন: “হারামের পথ রোধকরণ হিসেবে যা হারাম করা হয়েছে বৃহত্তর স্বার্থে সটোকে বৈধতা দেওয়া হয়। যমেন: রবীল ফাদল (বৃদ্ধগিত সুদ) থাকা সত্ত্বেও ‘আরায়’-কে বৈধ করা হয়েছে। যমেন: ফজরের ও আসরের পরে নযিধোজ্জাংগ থাকা সত্ত্বেও হতেযুক্ত নামাযগুলোকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। যমেন: হারাম দর্শনের মধ্য থেকে বয়রে প্রস্তাবকারী, ডাক্তার ও লেনদেনকারীর দখকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। যমেন: নারীদের সাথে সাদৃশ্যগ্রহণ রোধকল্পে পুরুষের ওপর স্বর্ণ ও রশেমের কাপড় পরাকে হারাম করা হয়েছে; যে সাদৃশ্যগ্রহণকারীকে লানত করা হয়েছে। তদুপরি প্রয়োজনের পরপ্রিক্ষেতি সেগুলো বৈধ করা হয়।” [ইলামুল মুওয়াক্কিন (২/১৬১)]

শাইখ ইবন উছাইমীন বলেন: “(হারামের) মাধ্যম হিসেবে যা হারাম প্রয়োজনের প্রক্ষেতি সেটি জায়েয।” [মানযুমাতা উসুললি ফকিহ (পৃ-৬৭)]

আমাদের কাছে অগ্রগণ্য মনে হচ্ছে; আর আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ এ ধরনের দশেগুলোতে যেখানে এই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে সে সব দশে অধবাসীর জন্য নরনারীর মশ্রিন থাকা সত্ত্বেও পড়ালখো ও চাকুরী করার ক্ষত্রে ছাড় দেয়া হবে; যে ছাড়টা অন্যদেরকে দেয়া হবে না যমেনটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ছাড় কয়কেটি শর্তসাপক্ষে; সেগুলো হলো:

প্রথমত: ব্যক্তি শুরুতে সাধ্যমত এমন স্থান অনুসন্ধান করা যেখানে নরনারীর মশ্রিন নই।

দ্বিতীয়ত: শরয়ী হুকুমগুলো মনে চলা তথা দৃষ্টি অবনত রাখা এবং কাজ বা পড়ালখোর প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথাবার্তা না বলা।

শাইখ ইবনে উছাইমীনকে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল এমন এক যুবক সম্পর্কে যে নরনারীর মশ্রিন বহীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পায়নি?



তিনি বলেন: “আপনাকে অবশ্যই এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজতে হবে যেখানে এই অবস্থা নাই। যদি এই অবস্থার বাহিরে কোনো প্রতিষ্ঠান না পান; অথচ আপনার পড়াশোনা করা প্রয়োজন; তাহলে আপনি পড়বেন; কিন্তু সাধ্যমত অশ্লীলতা ও ফতিনা থেকে দূরে থাকবেন। সটো এভাবে যে, আপনার চোখকে অবনত রাখবেন এবং জিহ্বাকে সংরক্ষণ করবেন। নারীদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের কাছ দিয়ে যাবেন না।” [ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্দারব (১/১০৩), (১৩/১২৭)]

তৃতীয়ত: যদি কোন মানুষ অনুভব করে সে হারামের দিকে ঝুঁকছে এবং তার সাথে থাকা নারীদের ফতিনায় পড়ছে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির দ্বীনদারি নিরাপত্তা অন্য সব স্বার্থের উপর প্রাধান্য পাবে। তখন অবশ্যই তাকে এই স্থান ছাড়তে হবে। আল্লাহ নজি অনুগ্রহে তার প্রয়োজন পূরণ করে দিবেন।

আরও বিস্তারিত জানতে [69859](#) নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।